মেহেরপুরের বুড়িপোতা সীমান্তে ৪ জনকে পুশইনের চেষ্টা, বিজিবির বাধায় ব্যর্থ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা বিওপি সীমান্তের খালপাড়া এলাকা দিয়ে চারজনকে বাংলাদেশে পুশইনের চেষ্টা চালিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর কঠোর অবস্থানের কারণে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

শুক্রবার (১৯ জুন) ভোরে সীমান্তের শূন্যরেখার ওপারে চারজন ব্যক্তিকে দেখতে পান স্থানীয়রা। এ সময় তাদের বাংলাদেশে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করা হলে বিজিবি তাৎক্ষণিকভাবে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। ফলে পুশইনের চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং ওই ব্যক্তিরা সীমান্ত এলাকা থেকে সরে যায়।

স্থানীয়দের দাবি, পুশইনের চেষ্টা করা চারজনের মধ্যে একজন পুরুষ ও তিনজন নারী ছিলেন। তবে তাদের পরিচয়, জাতীয়তা কিংবা কী কারণে তাদের সীমান্তে আনা হয়েছিল, সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ভোরে সীমান্ত এলাকায় অস্বাভাবিক নড়াচড়া লক্ষ্য করার পর বিষয়টি বিজিবিকে অবহিত করা হয়। পরে বিজিবি সদস্যরা ঘটনাস্থলে অবস্থান নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। পুশইনের আশঙ্কায় সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সীমান্তের বিপরীতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার নাটনা বিএসএফ ক্যাম্প অবস্থিত।

এ বিষয়ে বিজিবি-৬ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক কর্ণেল নাজমুল হাসান জানান, শুক্রবার ভোরে বৃষ্টির আগে বিএসএফ চারজনকে বাংলাদেশে পুশইনের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বিজিবির কঠোর অবস্থানের কারণে তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারেনি এবং ফিরে যায়।

তিনি বলেন, “সীমান্তে বিজিবি সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। যেকোনো ধরনের পুশইন প্রতিরোধে বিজিবি বদ্ধপরিকর।”

মেহেরপুর প্রতিদিন পরিদর্শন করলেন ডিএফপির কর্মকর্তারা

মেহেরপুর জেলার জনপ্রিয় পত্রিকা মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয় পরিদর্শন করেছেন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) কর্মকর্তারা।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ডিএফপির উপপরিচালক (বিজ্ঞাপন ও নিরীক্ষা) মোহাম্মদ রাশেদুজ্জামানের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি দল এ পরিদর্শন কাজে অংশ নেন। অন্যদের মধ্যে ডিএফপির পরিদর্শক এনামুল হক ও অডিটর আব্দুল মান্নান উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় তারা মেহেরপুর প্রতিদিনের নিউজরুম, স্টুডিও ও সম্পাদকীয় কক্ষ পরিদর্শন করেন। একই সঙ্গে মেহেরপুর প্রতিদিনের স্টাফদের সঙ্গে পত্রিকার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন, বিভিন্ন রেজিস্টার পরিদর্শন করেন এবং বার্ষিক নিরীক্ষা সম্পন্ন করেন।

পরিদর্শনকালে উপপরিচালক মেহেরপুর প্রতিদিনের অবকাঠামো, অফিস ব্যবস্থাপনা এবং নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশের জন্য প্রশংসা করেন।

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা কার্যক্রমে সহযোগিতা করেন মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন ও ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু। এ সময় মেহেরপুর প্রতিদিনের যুগ্ম বার্তা সম্পাদক সাকিব হাসান রুদ্র, সার্কুলেশন ম্যানেজার ইয়াসির ইউসুফ ইমন, গ্রাফিক্স ডিজাইনার রাফি হাসান এবং স্টাফ রিপোর্টার পলাশ আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

মেহেরপুরের বলিয়ারপুরে বজ্রপাতে এক কৃষকের মৃত্যু

মেহেরপুর সদর উপজেলার বলিয়ারপুর গ্রামে বজ্রপাতে আসাদ (৪২) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) বিকেল ৪টার দিকে সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়নের বলিয়ারপুর দরগাতলা মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আসাদ বলিয়ারপুর গ্রামের আজিমুদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কৃষিকাজের উদ্দেশ্যে আসাদ দরগাতলা মাঠে অবস্থান করছিলেন। এ সময় আকাশে মেঘ জমে বৃষ্টি শুরু হয়। একপর্যায়ে বজ্রপাতের আঘাতে তিনি গুরুতর আহত হন।

পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মেহেরপুরের শ্যামপুরে সরকারি রাস্তা দখল করে ঘর নির্মাণের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামে আদালতের ১৪৫ ধারার আদেশ অমান্য করে স্থানীয়দের ব্যবহৃত সরকারি রাস্তার জমি দখল করে ঘর নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে রুহুল আমিন ও তার ভাতিজা ফারুক হোসেনের বিরুদ্ধে।

স্থানীয় প্রশাসনসহ সব নির্দেশনাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সরকারি রাস্তা দখল করায় ক্ষোভ বিরাজ করছে গ্রামবাসীর মধ্যে। তিন শতাধিক কৃষকের মাঠের ফসল বহনের একমাত্র রাস্তা দখল হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় কৃষকরাও। দফায় দফায় সালিস, স্থানীয় ভূমি অফিসের বাধা, উপজেলা প্রশাসনের নির্দেশনার কোনো তোয়াক্কা করছেন না জমি দখলকারী রুহুল আমিন ও তার লোকজন।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে ওই স্থানে নির্মাণকাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন।

এর আগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দায়ের করা অভিযোগের পর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নির্মাণকাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয় বলে জানা যায়।

তবে অভিযোগ রয়েছে, আদালত ও প্রশাসনের নির্দেশনা উপেক্ষা করে পুনরায় ঘর নির্মাণের কাজ অব্যাহত রাখা হয়েছে।

এ বিষয়ে গ্রামবাসীরা দ্রুত সরকারি রাস্তা উদ্ধার করে সাধারণ মানুষের চলাচল নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। তারা সতর্ক করে বলেন, দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে এলাকায় বড় ধরনের সংঘর্ষের আশঙ্কা রয়েছে।

শিক্ষাঙ্গনে দুর্নীতি: বিশ্বাসের সংকট ও জবাবদিহিতার প্রশ্ন

মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় — এই জেলার নারী শিক্ষার অন্যতম প্রধান বিদ্যাপীঠ। দশকের পর দশক ধরে এই প্রতিষ্ঠান হাজারো মেয়ের স্বপ্ন লালন করে এসেছে। অথচ সম্প্রতি এই বিদ্যালয়েরই প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফের বিরুদ্ধে সীমাহীন দুর্নীতির যে অভিযোগ উঠেছে, তা কেবল একটি প্রতিষ্ঠানের অবমাননা নয় — এটি পুরো শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি অবিশ্বাসের বীজ বপন করে।

একটি সরকারি বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়া মানে শুধু দাপ্তরিক বিশৃঙ্খলা নয়। এর অর্থ হলো শিক্ষার্থীরা এমন একটি পরিবেশে বেড়ে উঠছে যেখানে দায়িত্বশীলতার কোনো নজির নেই, যেখানে ক্ষমতার অপব্যবহার স্বাভাবিক বলে মনে হয়। একজন প্রধান শিক্ষকের আচরণ কেবল ব্যবস্থাপনার বিষয় নয় — তিনি শিক্ষার্থীদের চোখে একটি আদর্শের প্রতীক। সেই প্রতীক যখন দুর্নীতিতে কলুষিত

হয়, তখন ক্ষতি হয় অনেক গভীরে।

প্রশ্ন উঠছে — এই অনিয়ম কি হঠাৎ করে শুরু হয়েছে, নাকি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে? এবং যদি দীর্ঘদিন ধরেই চলে, তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোথায় ছিলেন? নিয়মিত পরিদর্শন, অডিট এবং তদারকির যে কাঠামো রয়েছে, তা কি আদৌ কার্যকর? নাকি কাগজে-কলমে থাকা সেই তদারকি ব্যবস্থা শুধু আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে?

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির সরাসরি শিকার হয় শিক্ষার্থীরা। উন্নয়ন তহবিল আত্মসাৎ হলে পরিকাঠামো নির্মাণ হয় না, বই ও উপকরণ কেনার অর্থ অন্যত্র চলে যায়, মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি বা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। এসব ক্ষতি অদৃশ্য হলেও দীর্ঘমেয়াদী এবং সুদূরপ্রসারী।

অভিযোগ উঠলেই তদন্ত শুরু হওয়া উচিত — দ্রুত, নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছভাবে। দোষী প্রমাণিত হলে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এই পথে পা বাড়াতে না পারে। একই সঙ্গে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত এবং অঘোষিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

নারী শিক্ষার এই বিদ্যাপীঠকে দুর্নীতির অন্ধকার থেকে মুক্ত করে আলোয় ফিরিয়ে আনাটা এখন সময়ের দাবি। কেননা, শিক্ষাঙ্গনে আস্থা টিকিয়ে রাখাই একটি সুস্থ সমাজের ভিত্তি।

এক সময়ের জনপ্রিয় দেশি খেজুর এখন পাখির খাদ্য

কৃষি নির্ভর মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকার সড়কের পাশে, বাড়ির আঙিনায়,ফসলি জমির আইল কিংবা পুকুর পাড়,কিংবা পতিত জমিতে সারি সারি দেশি খেজুর গাছের দেখা মেলে। এসব গাছে থোকায় থোকায় খেজুর ধরলেও বর্তমানে মানুষের আগ্রহ কমে যাওয়ায় অধিকাংশ খেজুর গাছেই পেকে নষ্ট হচ্ছে। এক সময় এই দেশিই খেজুর হাটে বাজারে বিক্রি হতো।

তবে বতর্মানে সময়ে দেশিই খেজুরে ক্রেতাদের আগ্রহ না থাকাই থোকায় থোকায় গাছেই পেকে নষ্ট হচ্ছে দেশিই খেজুর।

স্থানীয়দের মতে, প্রায় এক দশক আগেও দেশি খেজুরের আলাদা কদর ছিল। বাজারে এসব খেজুর বিক্রি হতো এবং অনেকেই লবণ মিশিয়ে কয়েক দিন রেখে পাকিয়ে খেতেন। সুস্বাদু এই ফলটি তখন গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে বেশ জনপ্রিয় ছিল। তবে সময়ের পরিবর্তনে সেই চিত্র এখন অনেকটাই অতীত। তবে এখন এসব খেজুর বতর্মানে পাখির খাদ্য হিসেবেই বিবেচিত।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, খেজুর গাছে থোকায় থোকায় ফল ঝুলতে দেখতে খুবই সুন্দর লাগে। অথচ বর্তমানে অধিকাংশ খেজুর গাছেই নষ্ট হচ্ছে। একসময় মানুষ আগ্রহ নিয়ে এসব খেজুর সংগ্রহ করে তারা খেতেন। এ ছাড়া এসব গাছে কোনো কীটনাশক প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না এবং বিশেষ যত্ন ছাড়াই ভালো ফলন পাওয়া যায়।

মালশাদহ গ্রামের কৃষক মিন্টু বলেন,বর্তমানে দেশি খেজুর মূলত পশুপাখির খাবারে পরিণত হয়েছে। মানুষ এখন খুব একটা খায় না।

অথচ এই খেজুর এক সময় আমি বাজার থেকে কিনে এনে খেয়েছি। তবে সময়ের ব্যাবধানে আজ তা হারাতে বসেছে। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির প্রতিটি ফলের কোন না,কোন গুন রয়েছে।

তাই এ ফল খাওয়ার অভ্যাস বাড়ানো উচিত।

অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্য আঃ হান্নান বলেন,আমরা বাল্যকালে যে সকল ফল দেখেছি,খেয়েছি তার মধ্যে অনেক ফলই এখন আর দেখা মেলেনা। ছোটবেলায় গাছ থেকে পেড়ে অনেক খেজুর খেয়েছি। তখন লবণ মিশ্রিত পানিতে দুই-তিন দিন রেখে খেজুর পাকিয়ে খাওয়ার প্রচলন ছিল। কিন্তু এখনকার প্রজন্মের মধ্যে সেই আগ্রহ আর দেখা যায় না। আমরা আমাদের অনেক দেশিই ফল খাওয়া ভুলে গিয়েছি।

যার ফলে আমরা শারীরিক ভাবেই অনেক দুর্বল হয়ে পড়ছি।

প্রবাসী জাহাঙ্গীর আলম বলেন, আমি দেখেছি আগে ছোট-বড় সবাই দেশি খেজুর খেত। এখন আর তেমন কাউকে খেতে দেখা যায় না। কারন এখন হাতের নাগালেই বিভিন্ন ধরনের বিদেশি খেজুর পাওয়া যায়। আবার সেগুলো দেশি খেজুরের চেয়ে স্বাদও বেশি। আর দেশি খেজুরের আঁটি বড় হওয়ায় শাঁস তুলনামূলক কম। তবে এর স্বাদ ও পুষ্টিগুণের কারণে একসময় এর

বেশ কদর ছিল।

খেজুরের গুড় বিক্রেতা আব্দুল খালেক বলেন, আমি প্রায় তিন শতাধিক গাছ থেকে শীতের মৌসুমে রস সংগ্রহ করে গুড় বানাই। আর বতর্মান সময়ে প্রতিটি গাছেই থোকায় থোকায় কাচা পাকা খেজুর ঝুলছে। অথচ আমি এই খেজুর একটাও পাড়ি না। সব আমি পাখির খাদ্য হিসেবে রেখে দিয়েছি। প্রতিদিন শতশত পাখি এই খেজুর খেতে আসে। বিশেষ করে শালিক,বুলবুলিসহ অনেক পাখি। তাদের কিচিরমিচির শুনতে খুব ভালো লাগে।

মো: মতিয়র রহমান বলেন, খেজুরসহ দেশি মৌসুমি ফলগুলো খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য বেশ উপকারী। এসব ফলে প্রচুর পুষ্টিগুণ রয়েছে এবং ক্ষতিকর কোনো দিক নেই। তাই দেশি ফল খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। আমি মনে করি প্রতিটি মৌসুমী ফলই এক একটি ভিটামিনের ভান্ডার।

প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফের বিরুদ্ধে সীমাহীন দুর্নীতির অভিযোগ

মেহেরপুর জেলার নারী শিক্ষার অন্যতম বিদ্যাপীঠ “মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়”। সাম্প্রতিক সময়ে বিদ্যালয়টির প্রশাসনিক চেইন অব কমান্ড সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার অভিযোগ উঠেছে। দিন দিন শিক্ষার মান তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুল লতিফের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতি, সরকারি ও বেসরকারি ফান্ডের অর্থ আত্মসাৎ, বিদ্যালয়ের মূল্যবান সম্পদ তছরুপ এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের সাথে চরম অসদাচরণের অভিযোগ উঠেছে।

বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গত রবিবার সরেজমিনে বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের সাথে

সবকিছু বুঝে নিয়েছেন। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের শিক্ষকরা বিদ্যালয়ের ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতেন। আব্দুল লতিফ স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদানের পর থেকে শিক্ষকদের সাথে অসাদাচারণ, বিভিন্ন ফান্ডের টাকা গোপনে আত্মসাৎ, স্কুলের এসি, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ক্যামেরা তছরুপ করেছেন। ছাত্রীদের কাছ থেকে প্রতি মাসে অত্যবশ্যক ফান্ডের নামে নিয়মিত টাকা আদায় করা হলেও বেসরকারিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন বন্ধ করার অভিযোগ ছিলো। টিফিনের ফিস নেওয়া হলেও নিয়মিত টিফিনও দেওয়া হয়না। সরকারিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কাজের অনিয়মের মিথ্যা অপবাদ ও ভয় দেখিয়ে প্রতি মাসে বাধ্যতামূলকভাবে চাঁদা আদায় করা হয়। টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে বেতন বন্ধ করে দেওয়া হয়। নাইটগার্ড আকবর এবং দপ্তরি আব্দুস সালামের বেতন দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রাখা হয়েছে।

শিক্ষকরা আরো জানান, এ বছর মন্ত্রণালয় থেকে গাছ লাগানোর জন্য মোটা অংকের টাকা বরাদ্দ এসেছে। কতটাকা এসেছে তা শিক্ষকদের জানানো হয়নি। এছাড়া বিদ্যালয়ের ভবন মেরামতের জন্য বরাদ্দ আসলেও কোন মেরামত করা হয়নি।

বিদ্যালয়ের দপ্তরি আব্দুস সালাম বলেন, “আমি হেডস্যারের ব্যক্তিগত কথা শুনিনি বলে তিন মাস আমার বেতন বন্ধ করে রেখেছিলো। পরে অনেক বলাবলির পর এখন বেতন দিচ্ছে।”

বিদ্যালয়ের সিনিয়র সহকারী শিক্ষক সেকেন্দার আলী মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রতিবেদকদের সামনে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফকে বলেন, আপনি যাওয়ার আগে আমাকে সকল কিছুর হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন, না হলে আমি দায়িত্ব নিতে পারবো না। আমি যা যা বুঝে পাবো, সেগুলোর দায় আমার থাকবে। উল্লেখ্য, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফ চলতি মাসে ৩০ তারিখে অবসরে যাবেন। বিদ্যালয়ের সিনিয়র সহকারী শিক্ষক সেকেন্দার আলী সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পাবেন।

তবে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফ সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, বিদ্যালয়ের কম্পউটার, ক্যামেরা, খাটের বিষয়ে আমি কিছুই জানিনা। আগের প্রধান শিক্ষক আমাকে কিছুই বুঝিয়ে দিয়ে যায়নি। ক্লাসের বিষয়ে তিনি বলেন, কয়েকদিন পর সব ক্লাস শুরু হবে। গাছ লাগানোর বরাদ্দের বিষয়ে তিনি বলেন, বিদ্যালয়ের পিছন দিকে গাছ লাগানো হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

সাংবিধানিক আয়োজন। এই নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরাই জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে আইন প্রণয়ন ও সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করেন। সেই নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত করা ভোটকেন্দ্র সংস্কারের বরাদ্দ নিয়েই যখন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে, তখন তা শুধু সরকারি অর্থ অপচয়ের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং নির্বাচনী ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও প্রশাসনিক সততার ওপরও প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করে।

‘এ গ্রামে বিএনপির নামগন্ধ রাখব না’ —গাংনীতে চিরকুটসহ বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে একটি মুদি দোকানের সামনে থেকে লাল স্কচটেপ মোড়ানো একটি বোমাসদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (১৭ জুন) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নে শরিফুল ইসলামের মুদি দোকানের সামনে থেকে এসব উদ্ধার করা হয়।

চিরকুটে লেখা রয়েছে, এ দোকানে বিএনপির কোনো লোক বসবি না। যারা বসবি তাদের সমস্যা আছে। এ গ্রামে বিএনপির নাম গন্ধ-রাখবো না।’শরিফুল ইসলাম একই এলাকার মকবুল হোসেনের ছেলে। পেশায় তিনি মুদি দোকানের পাশাপাশি চায়ের ব্যবসাও করেন। এ ঘটনার পর থেকে স্থানীয়দের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছে।
এ বিষয়ে শরিফুল ইসলাম বলেন, প্রতিদিনের মতো গতকাল রাত এগারোটার দিকে দোকান বন্ধ করে বাড়িতে চলে যাই। পরে ভোরে ফজরের নামাজ পড়ে দোকান খুলতে গিয়ে একটি লাল স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো একটি বস্তু ও চিরকুট পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দিই।
পুলিশ এসে চিরকুট ও বোমাটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।’ এ বিষয়ে কুমারীভাঙা পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ পুলিশের উপপরিদর্শক (এস আই) কামরুজ্জামান বলেন, খবর পেয়ে নওদা মটমুড়া গ্রামের শরিফুল ইসলামের মুদি দোকানের সামনে একটি বোমাসাদৃশ্য বস্তু ও চিরকুট পড়ে আছে। সেগুলো আমরা উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি।’